OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 655 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, Published on October issue 2025, Page No. 655 - 661
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

কিশোর মনের বিকাশে ‘প্রোফেসর শঙ্কু’ : একটি বিশ্লেষণাত্মক অধ্যয়ন

সুরজিৎ সাহা
গবেষক, কটন বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: surajitbikash@gmail.com
0009-0006-1071-6557

Received Date *28. 09. 2025*
Selection Date *15. 10. 2025*

Keyword
Adolescence, Psychology, Knowledge, Satyajit Ray, Professor Shanku, Discovery, Development, Mind, Scientific temper.

Abstract
Adolescence Psychology which deals with Pragmatic and theoretical aspects of a man at this stage is a common subject is various branches of literature. Adolescent period is generally considered as a transitional period of childhood and youthfulness. Adolescence is regarded as the beginning of human psychology leading to behavioral patterns of human beings. This stage deals with psychological, social, emotional and intellectual development and as a result a person during this period of his life becomes anxious about various incidents and happening around them. Therefore the development during the adolescent period should be directed properly by the appropriate society, environment, advisees and knowledge, so that this stage can provide peace, joy and tranquility. In this regard, literature always plays a pivotal role as a great source to provide happiness and education to them. This research paper intends to discuss how Satyajit Ray’s selected collection of stories of ‘Professor Shanku’ offers a remarkable stage to the development of adolescent mind.

Discussion

‘কিশোর মনস্তত্ত্ব’ বর্তমান সময়ে একটি খুব চর্চিত বিষয়। প্রত্যেকটি মানুষের জীবনে কৈশোর কাল একটি বিশেষ সময়। এই সময়কে শৈশব ও যৌবনকালের মাঝে সাঁকোর মতো ভাবা হয়। এই সময় তাদের বিকাশের সার্বিক লক্ষণ অধিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময়ে তারা সকল দিক থেকে পরিপক্কতা লাভ করে। আর এই পরিপক্কতা লাভের সময় তাদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এই পরিবর্তন শুধু শারীরিক নয়, একইসঙ্গে মানসিক, সামাজিক, আবেগিক ও বৌদ্ধিক। আর এই পরিবর্তনের স্পর্শ লাগে তাদের চিন্তায়, কথায় ও কাজে। এই সময় তারা ছোটবেলার সহজ সরল উপদেশ কথার জগৎ ছাড়িয়ে বাইরের জগতের দিকে যাত্রা করে। কিশোর বয়সে পৃথিবীর নানা বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য প্রচণ্ড কৌতূহল থাকে। দুঃসাহসিক অভিযানের নেশা তাদের রক্তে ঝড় তোলে। কিশোর বয়সে দেহের আকস্মিক পরিবর্তনের ফলে তাদের মনোজগতে এক বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হয়। আবেগ প্রবণতার ফলে তারা অনেক সময় অতি আশাবাদী বা

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 655 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নিরাশাবাদী হয়ে পড়ে। অনেকের মধ্যে একাকিত্বের ভাব লক্ষ করা যায়। আবার অনেককে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে দেখা যায়। এই সময় উপযুক্ত প্রণালীবদ্ধ শিক্ষা দিতে না পারলে তারা ভুল পথে ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই এই সময় তাদের আবেগকে ভালোভাবে প্রশিক্ষণ করে সঠিক ভাবে পরিচালিত করতে পারলে, এই কিশোররাই ভবিষ্যতে সুস্থ সমাজ গঠনে সহায়ক হবে। যেহেতু বর্তমানের কিশোররাই ভবিষ্যতের দায়িত্ববান নাগরিক, তাই তাদের মনের সহজভাবে বিকাশের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ, পরামর্শ ও জ্ঞান প্রদান করা খুবই প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে সাহিত্য বড় ভূমিকা পালন করে, কারণ কিশোর-সাহিত্য একই সঙ্গে আনন্দ ও জ্ঞান প্রদান করে। সত্যজিৎ রায়ের 'প্রোফেসর শঙ্কু' কেন্দ্রিক গল্পগুলো কীভাবে কিশোর মনের বিকাশে সহায়ক হয়ে ওঠে, সেই দিকটিই নির্বাচিত গল্পের আলোচনা অবলম্বনে আমার গবেষণা নিবন্ধে তুলে ধরার চেষ্টা করব।

সত্যজিৎ রায় গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন বন্ধ হয়ে যাওয়া 'সন্দেশ' পত্রিকা পুনরায় প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তিনি 'সন্দেশ' পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই জানিয়েছিলেন, এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছোটদের মনে সাহিত্য পাঠের আনন্দ জাগিয়ে তোলা এবং তার মধ্য দিয়ে শিক্ষা দান করা। ঠাকুরদার সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সত্যজিৎ রায় সন্দেশ পুনরায় প্রকাশ করেন এবং তারজন্য নিজেও লিখতে শুরু করেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম গল্পেই একজন বৈজ্ঞানিক চরিত্র সৃষ্টি করলেন যাঁর নাম 'প্রোফেসর শঙ্কু'। পুরো নাম প্রোফেসর ত্রিলোকেশ্বর শঙ্কু। এই বৈজ্ঞানিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে সত্যজিৎ রায় মোট চল্লিশটি গল্প লিখেছেন। তার মধ্যে দুটি অসমাপ্ত। এবারে আমরা প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে রচিত গল্পগুলো আলোচনা করব এবং কিশোর মনের বিকাশে উপযোগী উপাদানগুলো খুঁজে দেখার চেষ্টা করব। গবেষণা নিবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরের জন্য আমরা শুধু আটটি গল্প অবলম্বনে নিবন্ধটি তৈরি করতে প্রবৃত্ত হয়েছি।

কিশোর বয়সে প্রতিটি মানুষের মন কৌতূহল প্রবণ হয়। মনের মাঝে অজস্র প্রশ্ন নিয়ে তারা পারিপার্শ্বিককে অবলোকন করে। নতুন কিছু জানার ও দেখার জন্য সর্বদা উৎসুক হয়ে থাকে। এই বিষয়টি সত্যজিৎ রায় অত্যন্ত ভালোভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি কিশোর মনের উপযোগী করে তাঁর গল্পে অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য ও রোমাঞ্চকর বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন। সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে লেখা গল্পগুলো মূলত শঙ্কুর লেখা এক একটি ডায়েরি। শঙ্কু ডায়েরিতে তাঁর নানা রকম অভিযান ও আবিষ্কারের ঘটনা গুলো লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। সত্যজিৎ রায় তাঁর প্রথম গল্পে জানিয়েছেন, -

> "প্রোফেসর শঙ্কু বছর পনেরো নিরুদ্দেশ। কেউ কেউ বলেন তিনি নাকি কী একটা ভীষণ এক্সপেরিমেন্ট করতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার এও শুনেছি যে তিনি নাকি জীবিত; ভারতবর্ষের কোনও অখ্যাত অজ্ঞাত অঞ্চলে গা ঢাকা দিয়ে চুপচাপ নিজের কাজ করে যাচ্ছেন, সময় হলে আত্মপ্রকাশ করবেন।"[১]

গল্পের শুরুতেই শঙ্কুর উপস্থিতি সম্পর্কে এমন রহস্যময় কথা কিশোর পাঠকদের অনুসন্ধিৎসু মনকে আরও কৌতূহলী করে তোলে। শুধু শঙ্কুর উপস্থিতি নয়, শঙ্কুর ডায়েরিটিও ছিল প্রচণ্ড রহস্যে মোড়া। ডায়েরিতে লেখা কালির রং মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তন হয়। কাগজের সম্পাদক যখন প্রথম অবস্থায় ডায়েরিটি দেখেছিলেন তখন কালির রং ছিল সবুজ। তারপর পুনরায় যখন আবার দেখেন তখন সবুজ রং পরিবর্তিত হয়ে লাল রং হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ পর সেটা নীল হয়ে যায়। কাগজের সম্পাদক বলেছেন,-

> "তারপর এক আশ্চর্য অদ্ভুত ব্যাপার। দেখতে দেখতে চোখের সামনে নীলটা হয়ে গেল হলদে।"[২]

শুধু তাই নয় ডায়েরির কাগজ "টানলে রবারের মতো বেড়ে যাচ্ছে, আর ছাড়লে যে-কে-সেই"[৩] ডায়েরিটি আগুনে পোড়ে না। এমনকি কুকুর সেটা দাঁত দিয়ে কামড়ে নষ্ট করতে পারেনি। কিন্তু কাগজের সম্পাদক গল্পের শেষে জানিয়েছেন, তিনি যে ডায়েরিটিকে অবিনশ্বর বলে ভেবেছিলেন, সেটি কপি হওয়ার পর লুপ্ত হয়েছে। শ-খানেক ডেঁয়ো পিঁপড়ে সেটাকে খেয়ে ফেলেছে। শঙ্কুর ডায়েরির এই বর্ণনা কিশোরদের কৌতূহলী মনকে আরও সজীব করে তোলে।

'ব্যোমযাত্রীর ডায়রি' গল্পে আমরা দেখি শঙ্কু নিজের তৈরি রকেটে করে মঙ্গল গ্রহে গেছেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে এক বিভীষিকাময় অবস্থার সৃষ্টি হয়। মঙ্গল গ্রহের আশ্চর্যজনক হিংস্র প্রাণীরা শঙ্কু ও তাঁর সঙ্গীদেরকে আচমকা আক্রমণ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 655 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

করলে তাঁরা সেখান থেকে পালিয়ে যান। শঙ্কুর রকেট এরপর মহাকাশের মধ্য দিয়ে ছুটে চলে। শঙ্কু তাঁর ডায়েরিতে মহাকাশের এই বর্ণনাটি সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন –

> "আকাশ ভর্তি বিশাল বিশাল গোলাকৃতি এবড়ো খেবড়ো পাথরের চাঁই। তাদের গায়ের সব গহ্বরের ভিতর থেকে অগ্ন্যুদগার হচ্ছে। আমরা সেই পাথরের ফাঁক দিয়ে ফাঁক দিয়ে কলিশন বাঁচিয়ে বিদ্যুৎবেগে ছুটে চলেছি।"[৪]

শঙ্কুর এই বর্ণনা প্রতিটি কিশোর পাঠককে ঘরে বসে মহাকাশ অভিযানের অ্যাডভেঞ্চার মনের মধ্যে অনুভব করায়। এরপর আমরা দেখি শঙ্কু ও তাঁর সঙ্গীরা টাফা গ্রহে গিয়ে পৌঁছেছেন। তবে টাফা গ্রহের প্রাণীরা মঙ্গল গ্রহের প্রাণীর মতো আক্রমণ করেনি, বরং তারা শঙ্কুদের স্বাগত জানিয়েছে। টাফা গ্রহের প্রাণীরা পৃথিবীর প্রাণী থেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেকটাই পিছিয়ে আছে। 'মহাকাশের দূত' গল্পে আমরা দেখি পৃথিবীতে মহাকাশের ভিন্ন গ্রহ থেকে প্রাণী এসেছে, পৃথিবীর মানুষকে সভ্যতার পথে এগিয়ে নিতে। তারা ভীষণ রকম প্রজ্ঞাবান। তারা পঁয়ষট্টি হাজার বছর পূর্বেই পৃথিবীর অস্তিত্ব আবিষ্কার করেছে এবং তারা প্রতি পাঁচ হাজার বছরে একবার করে পৃথিবীতে আসে। তাদের উদ্দেশ্য একটাই পৃথিবীর মানুষের সমস্যাগুলোর সমাধান বলে দেওয়া। অজানাকে জানার জন্য কিশোর মনের কৌতূহল সর্বদা লক্ষ করা যায়, আমাদের সকলের মতো প্রতিটি কিশোর মনেও অন্য গ্রহের প্রাণী সম্পর্কে কৌতূহল লক্ষ করা যায়। সেই কৌতূহলের কথা স্মরণে রেখেই সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্পে অন্য গ্রহের প্রাণীকে নিয়ে এসেছেন। ভিন্ন গ্রহের প্রাণী সম্পর্কে তাঁর সুন্দর উপস্থাপন কিশোরদের কল্পনাপ্রবণ মনকে পরিতৃপ্ত করে। কিশোর মনকে বিশ্ব সংসার সম্পর্কে জানার জন্য আরও কৌতূহলী করে তোলে। শুধু মহাকাশের কথাই নয় সমুদ্রের তলদেশের পরিবেশকেও সুন্দরভাবে গল্পে উপস্থাপন করেছেন সত্যজিৎ রায়। 'প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য' গল্পে শঙ্কু জাপানি প্রাণিতত্ত্ববিদ হামাকুরা ও তানাকার সঙ্গে সমুদ্রের গভীরে অভিযান করেছেন। সমুদ্রের গভীরে বিচিত্র এবং ক্ষণিকে ক্ষণিকে পরিবর্তিত পরিবেশ শঙ্কুকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। কিশোর পাঠকদের কাছে সমুদ্রের তলদেশের এক রোমাঞ্চকর পরিবেশের রূপ তুলে ধরেছেন। শঙ্কু তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন –

> "এখন আমরা চলেছি পাঁচ হাজার ফুট নীচ দিয়ে। এখানে চিররাত্রি। দুপুরের সূর্য যদি ঠিক মাথার উপরেও থাকে, তা হলে তার সামান্যতম আলোও এখানে পৌঁছাবে না। এখানে উদ্ভিদ বলে কিছু নেই, কারণ সূর্যের আলো ছাড়া উদ্ভিদ জন্মাতে পারে না। কাজেই প্রবাল, প্ল্যাঙ্কটন ইত্যাদির যে শোভা এতদিন আমাদের ঘিরে ছিল, এখন আর তা দেখা যায় না। এখানে আমাদের ঘিরে আছে স্তরের পর স্তর জলমগ্ন পাথরের পাহাড়।"[৫]

শঙ্কুর এই বর্ণনা কিশোর পাঠকদের অনুসন্ধিৎসু মনকে সমুদ্রের তলভাগ সম্পর্কে আরও অধিক কৌতূহলী করে তোলে। 'মরুরহস্য' গল্পে আমরা দেখি শঙ্কু উটের পিঠে চড়ে ক্যারাভানের সঙ্গে মিলে সাহারা মরুভূমির গভীরে পৌঁছেছে। সেখানে গিয়ে শঙ্কু ও তাঁর সঙ্গী প্রচন্ড বালির ঝড় ও ভূমিকম্পের মাঝে পড়ে। শঙ্কু মরুভূমির এক বিভীষিকাময় ঘটনার উল্লেখ করেছেন তাঁর ডায়েরিতে –

> "ঠিক বারোটার সময়ে একটা প্রকাণ্ড বিদ্যুতের চমক হল, আর সেই সঙ্গে আরম্ভ হল প্রলয়ংকর ভূমিকম্প। প্রথম ধাক্কাতেই দেখলাম আমি আর মাটিতে নেই; এক ঝটিকায় কীসে যেন আমাকে ব্যাট দিয়ে মারা ক্রিকেট বলের মতো শূন্যে তুলে ফেলেছে। এই শূন্যপথে অন্তত পাঁচ সেকেন্ড ধরে প্রচণ্ড বেগে উড়ে গিয়ে আমি সজোরে হুমড়ি খেয়ে পড়লাম বরফের মতো ঠাণ্ডা ভিজে বালির ওপর। আমার মাথার উপর আর তাঁবুর আচ্ছাদন নেই, আমার পাশে সামারভিলও নেই। দুর্ভেদ্য অন্ধকার রাতে সাহারার একটা অংশে আমি একা বালিতে উপুড় হয়ে পড়ে বৃষ্টিবাণে বিদ্ধ হচ্ছি।"[৬]

মরুভূমির এই বিভীষিকাময় পরিবেশ কিশোরদের মনে অ্যাডভেঞ্চারের আনন্দ দেয়। মরুভূমির ঝড়ে বিপর্যস্ত শঙ্কু আদি অন্তহীন বালু প্রান্তরের মাঝে রাতের জ্যোৎস্না দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। শঙ্কু বলেছেন –

> "আনন্দের কারণ ও উদ্বেগের কারণ একই সঙ্গে পাশাপাশি ঘোরাফেরা করে।"[৭]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 655 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সত্যজিৎ রায় যেহেতু তাঁর গল্পগুলো কিশোর পাঠকদের কথা মাথায় রেখে লিখেছেন, তাই তাঁর গল্পে প্রায়শই নানা রকম জ্ঞানের কথা স্থান পেয়েছে। প্রায়শই দেখা যায় গল্পে জ্ঞানের কথা বেশি থাকলে, গল্পের আসল মজা নষ্ট হয়ে যায়। তবে সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্পে জ্ঞানের কথাগুলো মজার ছলে উপস্থাপন করেছেন, তাই পাঠকদের কাছে সেটা গল্পের আনন্দরস গ্রহণে বাধা না হয়ে ইন্টারেস্টিং হয়ে উঠেছে। অনেক সময় আবার গল্পের মধ্যে বর্ণিত জ্ঞানের তথ্যগুলো জেনে না নিলে গল্পের আনন্দরস থেকে বঞ্চিত হতে হয়। যেমন প্রোফেসর শঙ্কু বিভিন্ন সময় নানা রকম অভিযানে গেছেন। তাঁর ডায়েরিতে ভালো ভাবে লক্ষ করলে দেখা যায়, তিনি যেখানে যেখানে গেছেন সেখানকার ভৌগোলিক অবস্থান, ইতিহাস সেই স্থানের বিশেষত্ব কিশোর পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। 'প্রোফেসর শঙ্কু ও আশ্চর্য পুতুল' গল্পে দেখি শঙ্কু সুইডেনে গেছেন। সেখানকার পরিবেশের বর্ণনা সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন তাঁর ডায়েরিতে –

> "সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেশ। এটা মে মাস - তাই চব্বিশ ঘণ্টাই সূর্য দেখছি। কিন্তু সে সূর্য কেমন ঘোলাটে, নিস্তেজ। সব সময়ই মনে হয় সন্ধ্যা হয়ে আছে। শীতকালে যখন রাত ফুরোতে চায় না তখন না জানি লোকের মনের অবস্থা কেমন হয়। শুনেছি ছ' মাস রাত্রের পর প্রথম সূর্যের আলো দেখে এখানের লোক নাকি আনন্দে আত্মহারা হয়ে আত্মহত্যা করে। আমরা যারা বিষুবরেখার কাছাকাছি থাকি, তারা বোধ হয় ভালই আছি। বেশি উত্তরে ঠান্ডা দেশে যারা থাকে তাদের হিংসে করার কোনও কারণ নেই।"[৮]

প্রোফেসর শঙ্কুর এই বর্ণনা প্রথমত কিশোর পাঠকদের ভ্রমণ পিপাসু মনকে পরিতৃপ্ত করে। আর তার পাশাপাশি তাদের ভৌগোলিক অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান প্রদান করেছে যে, ভারতবর্ষ বিষুবরেখার পাশাপাশিতে অবস্থান করে। এই তথ্য জানার পর কিশোর পাঠকরা অধিক আগ্রহী হয়ে উঠবে এটা জানার জন্য যে, বিষুবরেখার পার্শ্ববর্তীতে আরও কোন কোন দেশ আছে এবং উত্তর মেরুর দিকে কোন কোন দেশ আছে। তাদের মস্তিষ্কে এই জ্ঞানটি চিরদিনের জন্য সংযোজন হয়ে যাবে যে, সুইডেন উত্তর মেরুতে অবস্থিত। পৃথিবীর মানচিত্র সম্পর্কে তারা আরও জানার জন্য সচেষ্ট হবে। 'প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য' গল্পে শঙ্কু কিশোর পাঠকদের উদ্দেশ্যে একটি তথ্য দিয়েছেন যে, -

> "সমুদ্রের ঢেউয়ে ফসফরাস থাকার দরুন সেটা অন্ধকারেও বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।"[৯]

এই ধরনের ছোট ছোট তথ্য সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্পে কিশোর পাঠকদের জন্য তুলে ধরেছেন। যেমন "মরুরহস্য" গল্পে বলেছেন 'পঁচাত্তর পিয়াস্ত্র মানে পনেরো টাকা।' এরপর তিনি জানিয়েছেন –

> "প্রায় পাঁচশ উটের একটা ক্যারাভ্যানের সঙ্গে আমরা চলছি মরুপথ দিয়ে বাহারিয়া ওয়েসিসের রাস্তায়। যাত্রীদের সকলেই ব্যবসাদার-- শহরে তৈরি পশমের জামাকাপড় ও অন্যান্য জিনিস নিয়ে এরা বাণিজ্য করতে চলেছে গভীর মরুদেশের গ্রামাঞ্চলে। এই সব জিনিসের বদলে ওরা নিয়ে আসবে প্রধানত খেজুর। এই বাণিজ্য চলে আসছে একেবারে আদ্যিকাল থেকে।"[১০]

এখানে শঙ্কুর বর্ণনা থেকে আমরা ওয়েসিসের বাণিজ্যক্ষেত্রে মানুষেরা যে এখনও বিনিময় প্রথা অবলম্বন করে, সে সম্পর্কে অবগত হই। শঙ্কুর বক্তব্যে ভৌগোলিক বর্ণনা নিখুঁত ভাবে থাকে।

> "ক্যারাভ্যান চলে গেছে দক্ষিণপশ্চিমে- বাঙ্গারিয়া ওয়েসিসের বাঁধা রাস্তায়, আর আমরা চলেছি পথ ছেড়ে উত্তর দিকে।"[১১]

শঙ্কুর এই বর্ণনা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কিশোর পাঠকদের সামনে বর্ণিত স্থানটি ছবির মতো প্রকাশিত হয়ে ওঠে। 'মহাকাশের দূত' গল্পে শঙ্কু জানিয়েছেন মিশরীয়রা রাজ প্রশস্তি, ইতিহাসের বিবরণ ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করার জন্য প্যাপাইরাস গাছের আঁশ চিরে সেটাকে পিটিয়ে পাতলা করে কাগজ হিসাবে ব্যবহার করত। শঙ্কু আরও জানান মিশরীয়রা প্রাচীনকালে নানারকম জানোয়ার, পশু-পাখিকে দেবদেবী হিসাবে পুজো-আরাধনা করত। গল্পের মূল কাহিনিরর পাশাপাশি কিশোর পাঠকদের উদ্দেশ্যে গল্পকার এই ধরনের কিছু জ্ঞানের কথা ও ছোট ছোট তথ্য প্রবেশ করে দিতেন।

সত্যজিৎ রায়ের প্রোফেসর শঙ্কু কেন্দ্রিক গল্পগুলোর একটি প্রধান দিক হল বিজ্ঞানমনস্কতা। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিজ্ঞান নির্ভর মানসিকতা এখনও গড়ে ওঠেনি। বর্তমান সময়েও আমাদের সমাজে পরিলক্ষিত হওয়া নানারকম

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 655 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

সমস্যার অন্যতম কারণ যুক্তি নির্ভর মানসিকতার অভাব। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্কতাও খুব জরুরী। সত্যজিৎ রায় প্রোফেসর শঙ্কু চরিত্রের মাধ্যমে কিশোর পাঠকদের মনে বিজ্ঞানমনস্কতা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। শঙ্কু একজন বড় বৈজ্ঞানিক এবং আবিষ্কারক। বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় তাঁর প্রচুর দখল। শঙ্কু প্রতিটি গল্পে তাঁর কিশোর পাঠকদের নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা বলেছেন। প্রোফেসর শঙ্কুকে নিয়ে লেখা গল্পগুলো মূলত কল্পবিজ্ঞানের গল্প। যে বিজ্ঞান বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়নি। কিন্তু ভবিষ্যতে আবিষ্কার হওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি' গল্পের আলোচনায় আমরা দেখেছি শঙ্কু নিজের তৈরি রকেটে চড়ে মঙ্গল গ্রহের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছেন। মঙ্গল গ্রহের প্রাণীদের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। মঙ্গল গ্রহের প্রাণীর বর্ণনা দিতে গিয়ে শঙ্কু বলেছেন –

> "মানুষও নয়, জন্তুও নয়, মাছও নয় কিন্তু তিনের সঙ্গেই কিছু কিছু মিল আছে। লম্বায় তিন হাতের বেশি নয়, পা আছে, কিন্তু হাতের বদলে মাছের মতো ডানা, বিরাট মাথায় মুখজোড়া দন্তহীন হাঁ, ঠিক মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা সবুজ চোখ, আর সর্বাঙ্গে মাছের মতো আঁশ সকালের রোদে চিকচিক করছে।"[১২]

শঙ্কুর মঙ্গল গ্রহে গিয়ে বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা হয়েছে বলে, অন্য গ্রহের প্রাণী মাত্রই আমাদের শত্রু এমনটা ভাবার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। কারণ আমরা দেখেছি টাফা গ্রহে শঙ্কুরা অভ্যর্থনা পেয়েছেন। আবার 'মহাকাশের দূত' গল্পে আমরা দেখি অন্য গ্রহ থেকে প্রাণীরা এসেছে পৃথিবীর মানুষের সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

শঙ্কুর অনেক গল্পে আমরা যন্ত্রমানবের উল্লেখ পাই। এই যন্ত্রমানবদের বিচিত্র কর্মকান্ড আমাদের বিস্মিত করে। শঙ্কুর নিজের সৃষ্টি বিধুশেখরের আচরণ গল্পে হাস্যকৌতুকের সৃষ্টি করেছে। সে সাধু ভাষায় কথা বলে। 'প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু' গল্পে আমরা দেখি শঙ্কু একটি রোবট বানিয়েছেন, তার নাম রেখেছেন রোবু। রোবু বাংলা, ইংরাজি ও জার্মান ভাষায় কথা বলতে পারে। যে কোনও কঠিন অঙ্ক সেকেন্ডের মধ্যে সমাধান করতে পারে। কিন্তু তারমধ্যে মানুষের মতো কোনও অনুভূতি ছিল না। জার্মান বৈজ্ঞানিক রোবটকে মানুষের মতো করে তুলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু শঙ্কু সেটা কখনোই চাননি। তিনি যন্ত্রকে যন্ত্র হিসাবেই রাখতে চেয়েছেন। শঙ্কু তাঁর সকল কিশোর পাঠককে বলতে চেয়েছেন বিজ্ঞানের একটা সীমা আছে। মুনাফা লাভের জন্য যদি বিজ্ঞানের সেই সীমাকে কেউ অতিক্রম করতে চায় তাহলে তার ফল ভালো হয় না। মানুষ তখন যন্ত্রের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তারফলে সমাজে বিনাশ নেমে আসে।

সত্যজিৎ রায়ের গল্পের বিজ্ঞানমনস্কতার সবথেকে বড় দৃষ্টান্ত শঙ্কুর আবিষ্কারগুলো। নস্যাস্ত্র, বটিকা ইণ্ডিকা, ফিশপিল ইত্যাদি। শঙ্কুর এই নতুন নতুন আবিষ্কারের গল্প কিশোরদের মনকে বিজ্ঞানের প্রতি আরও কৌতূহলী করে তোলে। সত্যজিৎ রায় তাঁর শঙ্কু চরিত্রের দ্বারা কিশোর পাঠকদের মনে বিজ্ঞান চেতনা জাগিয়ে তুলেছেন।

নিজের জীবনের লক্ষ্য পূরণের জন্য প্রত্যেককে স্বনির্ভর হওয়া খুবই প্রয়োজন। কিশোর পাঠকরা যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে,তাই তাদের সামনে সত্যজিৎ রায় শঙ্কুকে আদর্শ রূপে দাঁড় করিয়েছেন। শঙ্কুর কোনও রকম লোভ নেই। তিনি সৎ ও মানবতাবাদী। যিনি জাত-ধর্ম মানেন না। তবে অত্যাচারীদের প্রতি তিনি প্রতিবাদী। শঙ্কু একজন আবিষ্কার পাগল মানুষ। তিনি তাঁর গিরিডির বাড়িতে একটি নিজস্ব ল্যাবরেটরি নির্মাণ করেছেন। সেখানে তিনি দিনরাত বিজ্ঞানের নানা বিষয় নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন এবং নতুন নতুন আবিষ্কার করে চলেছেন। তিনি তাঁর সমস্ত আবিষ্কার নিজের থেকে করেছেন। কখনোই কিছুর জন্য অন্যের উপর ভরসা করেননি। তিনি মহাকাশে যাওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজনীয় সামগ্রী সমস্ত কিছুই নিজে তৈরি করেছেন। শঙ্কুর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য কিশোর পাঠকদের স্বনির্ভর হতে প্রেরণা যোগায়। শঙ্কু কিশোরদের প্রতি মুহূর্তে নিজের উপর ভরসা রাখতে শেখান। শঙ্কু আমাদের শিখিয়েছেন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাথা শান্ত করে চেষ্টা চালাতে হয়, অতি সহজে হার মানতে নেই। বিপদের মুহূর্তে কীভাবে বুদ্ধি প্রয়োগ করে সমাধান খুঁজতে হয়, তা শঙ্কু থেকে শেখার। শঙ্কু যেভাবে নিজের বুদ্ধির বলে সকল রকম সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসে সেটা কিশোর পাঠকদের স্বনির্ভর হতে প্রেরণা যোগায়।

প্রত্যেক মানুষ নিজেকে এবং বসবাস করা সমাজকে সুন্দর করে তোলার জন্য মূল্যবোধের একটি বড় ভূমিকা রয়েছে। মূল্যবোধ কোনও প্রকার জন্মগত গুণ নয়। এটি মানুষ অর্জন করে। সকল মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে, তাদের মনের মধ্যে কিছু বিশ্বাস বা ধারণার উৎপত্তি হয়। এই ধারণা ও বিশ্বাসকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 655 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

মূল্যবোধ। যথাযথ মূল্যবোধ জীবনে সাফল্য নিয়ে আসে। তাই সত্যজিৎ রায় তাঁর শঙ্কুর গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে কিশোর পাঠকদের মনে মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রয়াস করেছেন। 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি' গল্পে আমরা দেখি মঙ্গল গ্রহের প্রাণী প্রহ্লাদকে যখন আক্রমণ করেছে, সেই বিভীষিকাময় মুহূর্তেও শঙ্কু বলেছেন –

> "প্রহ্লাদের যদি অনিষ্ট হয় তাহলেই অস্ত্রটা ব্যবহার করব নয়তো প্রাণী হত্যা করবো না।"[১৩]

অর্থাৎ শঙ্কু তাঁর সবথেকে সাংঘাতিক অস্ত্র নিয়ে ছুটেছেন মঙ্গল গ্রহের প্রাণীর পেছনে। কিন্তু তাকে হত্যা করার জন্য নয়। শুধুমাত্র আত্মরক্ষার জন্য। বিনা কারণে শঙ্কু কারও ক্ষতি করে না। কিশোর পাঠকেরা যখন শঙ্কু চরিত্রের এই নৈতিক মূল্যবোধ অনুধাবন করে, তখন তারাও তাদের মনে এই মূল্যবোধকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করে। শঙ্কু মঙ্গল গ্রহের প্রাণীদের হত্যা করতে চাননি কিন্তু 'প্রোফেসর শঙ্কু ও গোলক রহস্য' গল্পে টেরাটম গ্রহের প্রাণীদের হত্যা করেছেন। কেননা তিনি নিজের গ্রহের প্রাণী সম্পর্কে দায়িত্বশীল। টেরাটম গ্রহের প্রাণীদের বাঁচাতে গিয়ে সমস্ত পৃথিবীর লোকের জীবন বিপন্ন করতে চাননি। এখানে শঙ্কুর সামাজিক মূল্যবোধ কাজ করেছে। 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ঈজিপ্সীয় আতঙ্ক' গল্পে আমরা দেখি ইংল্যান্ডের প্রত্নতাত্ত্বিক সামারটন ঈজিপ্টে যখন খনন কার্য চালিয়েছিলেন তখন স্থানীয় এক ব্যক্তি তাঁকে অর্থের জন্য হুমকি দেন। অর্থ দেবার মতো সামর্থ তাঁর আছে কিন্তু তাসত্ত্বেও তিনি সেটা দেননি, একমাত্র পরবর্তী যারা খননকার্য করতে আসবেন তাঁদের কথা ভেবে। তিনি বলেছেন–

> "এইসব ছ্যাঁচরা লোকগুলোর পেছনে অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছে নেই আমার এতে ওদের লোভ আরো বেড়ে যায়। ভবিষ্যতে যাঁরা এইসব কাজে এখানে আসবেন তাঁদের কথাও তো ভাবতে হবে।"[১৪]

একজন বৈজ্ঞানিক তাঁর পরবর্তী বৈজ্ঞানিকদের প্রতি যথেষ্ট দায়িত্বশীল এই বিষয়টি কিশোর পাঠকের মনে মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তুলবে। 'প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু' গল্পে আমরা দেখি শঙ্কুর আবিষ্কার রোবট রোবুকে জার্মানি বৈজ্ঞানিক সম্পদের লোভ দেখিয়ে কিনতে চান। কিন্তু শঙ্কু সম্পদের লোভে তাঁর নিজের আবিষ্কারকে বিক্রি করেননি। তিনি বলেছেন–

> "সোনা কেন হীরের খনি দিলেও আমার রোবুকে বিক্রি করব না।"[১৫]

আসলে শঙ্কু কখনোই বিজ্ঞানকে অর্থ উপার্জনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করেননি। শঙ্কুর এই আদর্শ কিশোর পাঠকের মনে মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

উপরে উল্লিখিত আলোচনা থেকে আমরা অবগত হলাম যে সত্যজিৎ রায় তাঁর 'প্রোফেসর শঙ্কু' সিরিজের গল্পগুলো একদম কিশোর মনের উপযোগী করে পরিবেশন করেছেন। কিশোর পাঠকরা এই গল্পগুলোর সাহিত্য-রস আস্বাদনের পাশাপাশি অবচেতনভাবেই তাদের মনের নানারকম প্রবৃত্তিগুলোকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করে নিতে পারে। বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ মা-বাবা দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে সন্তানদের খুব একটা সময় দিতে পারেন না। ফলে তাঁরা সন্তানদের একাকীত্ব দূর করার জন্য হাতে মোবাইল ফোন ধরিয়ে দেন। তারফলে কিশোররা মোবাইল ব্যবহারে আসক্ত হয়ে পড়ে। মোবাইল নিয়ে সন্তান বাড়িতে থাকলেই যে, সে সুরক্ষিত সেটা বর্তমান সময়ে সঠিক নয়। ছোটরা মোবাইলে কী দেখছে সেটার প্রতি নজর দেওয়া উচিত। মোবাইলের সামাজিক মাধ্যম গুলোতে অসামাজিক ভিডিও অতি সহজেই এসে যায় কিশোরদের হাতে। সেইসব দেখে কিশোরদের সহজ সরল মন জটিল ও বিকৃত পথে ধাবিত হতে শুরু করে। যার দরুন তাদের মনের বিকাশ স্বাভাবিকভাবে হয়ে ওঠে না। তাই বর্তমানের দিশেহারা গোলমেলে সময়ে মোবাইলের পরিবর্তে আমাদের ফিরে যেতে হবে সত্যজিৎ রায়ের গল্পের ভুবনে।

Reference:

১. রায়, সত্যজিৎ, 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি', 'শঙ্কু সমগ্র', আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন , কলকাতা – ০৯, পঞ্চদশ মুদ্রণ জুন ২০১৭, পৃ. ৩
২. তদেব, পৃ. ৪
৩. তদেব, পৃ. ৪
৪. তদেব, পৃ. ১৭

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iv, October 2025, TIRJ/ October 2025/article - 78
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 655 - 661
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৫. রায়, সত্যজিৎ, 'প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২৭
৬. রায়, সত্যজিৎ, 'মরুরহস্য'', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৩৩
৭. রায়, সত্যজিৎ, 'মরুরহস্য', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২২৭
৮. রায়, সত্যজিৎ, 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ঈজিপ্সীয় আতঙ্ক', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২১
৯. রায়, সত্যজিৎ, 'প্রোফেসর শঙ্কু ও রক্তমৎস্য রহস্য', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১৯
১০. রায়, সত্যজিৎ, 'মরুরহস্য', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২২৫
১১. রায়, সত্যজিৎ, 'মরুরহস্য', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২২৭
১২. রায়, সত্যজিৎ, 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৩
১৩. রায়, সত্যজিৎ, 'ব্যোমযাত্রীর ডায়েরি', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৪
১৪. রায়, সত্যজিৎ, 'প্রোফেসর শঙ্কু ও ঈজিপ্সীয় আতঙ্ক', পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ২৫
১৫. রায়, সত্যজিৎ, 'প্রোফেসর শঙ্কু ও রোবু' পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১১০